সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা
৬২তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসম্বের ২০২৩
www.ahlehadeethbd.org/protiva

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই শুভ্র চুল বিশিষ্ট মুসলিমকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার শামিল’ *(আবূদাঊদ হা/৪৮৪৩)*।

‘সোনামণি’ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘সোনামণি প্রতিভা’-এর প্রাপ্তিস্থান

কুমিল্লা	:	মাওলানা আতীকুর রহমান, আল-হেরা মডেল মাদ্রাসা, খিয়াইকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, ০১৭৪৯-৬৪৬৫১৭; রুহুল আমীন, ফুলতলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা : ০১৬৩৫-২০৮৯১৮; আব্দুল হান্নান, তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী, নবীপুর স্টেশন, মুরাদ নগর, কুমিল্লা : ০১৭২৭-৩৭৫৭২৪; হাবীবুর রহমান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৭৮৩-৬৯৯০৪৭; ক্বারী আব্দুল আলীম, জগতপুর মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৫৭১-২৩৭১৯১
খুলনা	:	রবীউল ইসলাম, দৌলতপুর : ০১৭১৯-৮৫০৮৫৪; মাওলানা নাজমুল হুদা, চাঁদপুর, শিয়ালী বাজার, রূপসা : ০১৭৫৮-১০৯৭৮৮
গাইবান্ধা	:	মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭৪২-১০৬০৭১; হাফেয ওবায়দুল্লাহ, দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া দারুল হুদা সালফিইয়াহ মাদ্রাসা, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭২২-৯১৬০৪৪
গাযীপুর	:	হাফেয আব্দুল কাহহার, গাছবাড়ী উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, গাযীপুর : ০১৭৪০-৯৯৯৩২৮; শরীফুল ইসলাম, পিরুজালা আলিমপাড়া, গাযীপুর : ০১৭২১-৯৭৭৭৮৫।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	:	মুনীরুল ইসলাম, আলো কম্পিউটার সেন্টার, কলেজ মোড়, রেল ব্রীজ, রহনপুর, গোমস্তাপুর, : ০১৭১৩-৭৪৬১০৬
চুয়াডাঙ্গা	:	সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা : ০১৯১৮-২১৬৫৮৫
জয়পুরহাট	:	শামীম আহমাদ, জীবনপুর, সোনাপুর, পাঁচবিবি : ০১৭৫০-৮৬৮৪২৫
জামালপুর	:	ইউসুফ আলী, শরীফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শরীফপুর : ০১৬১৩-০২৬৩৬২; হাফেয জুবায়েদুর রহমান, ঢেংগারগড়, ইসলামপুর : ০১৯২৪-৩২১৮৫৯
ঝিনাইদহ	:	নযরুল ইসলাম, বেড়াশুনা, চণ্ডিপুর : ০১৯৫৯-৯৪৫৬৫৮
টাঙ্গাইল	:	যিয়াউর রহমান, কাগমারী, ভবানীপুর পাতুলিপাড়া : ০১৭৫৪-০৩৭৬৫৭
ঠাকুরগাঁও	:	মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর : ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪; আরীফুল ইসলাম, কোঠাপাড়া, বেগুনবাড়ী, পীরগঞ্জ : ০১৭৬৭-০৩৫৩৩৩; আযীযুর রহমান, হাটপাড়া, করনাই, পীরগঞ্জ : ০১৭২৩-২২৫৯০৩
দিনাজপুর	:	ফারাজুল ইসলাম, রাণীপুকুর, বোর্ডেরহাট, বিরল : ০১৭৫৭-৮৮৫৩১২; ছাদিকুল ইসলাম, মাদানী লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর : ০১৭২৩-৮৯০৯১২; আলমগীর হোসাইন, নরোত্তমপুর, বিরল : ০১৭৪১-৪৬০৮২৯; রায়হানুল ইসলাম, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ : ০১৭২২-৮২৮১৫৭; সাইফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ : ০১৭২০-৯৯২১৫৪
নওগাঁ	:	জাহাঙ্গীর আলম, সোনাপুর, বলিহার, মহাদেবপুর, নওগাঁ : ০১৮৮৮-৫৬০০২৪; আব্দুর রহমান, ধাউড়িয়া, বালাতৈড়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ : ০১৭৪৬-১৫৯৯৬১
নরসিংদী	:	আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নিউ ইন্টারন্যাশনাল, রাইন ওকে মার্কেট, দোকান নং ৩০০, ৩য় তলা, মাধবদী : ০১৯৩২-০৭২৪৯২
নাটোর	:	মুহাম্মাদ রাসেল, জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া : ০১৭৪৬-১১৫৮৮৯
নারায়ণগঞ্জ	:	মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ : ০১৭৪১-৬৬৮২৭০
নীলফামারী	:	মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কৈমারী বাজার, জলঢাকা : ০১৭০৪-৩৬৯৬৬০; রাশেদুল ইসলাম, মা গার্মেন্টস, রামগঞ্জহাট : ০১৭৪৬-২৪২০৭০
পঞ্চগড়	:	মাযহারুল ইসলাম প্রধান, বিসমিল্লাহ হোটেল, জেলা মটর মালিক অফিস সংলগ্ন : ০১৭৩৮-৪৬৫৭৪৪; আমীনুর রহমান, আল-হেরা লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ফুলতলার হাট : ০১৭৪০-৮৩৯৫২২
পাবনা	:	রফীকুল ইসলাম, চকপেলানপুর : ০১৭৪১-৩৬৯০৪৭
বগুড়া	:	হাফেয আবু তালহা, সোনাতলা : ০১৭২৫-৯৩০৩৯২
মেহেরপুর	:	রবীউল ইসলাম, কাথুলি, বড় বাজার : ০১৭৫৬-৬২৭০৩১; মাহফূযুর রহমান, তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, গাংনী : ০১৭৭৬-১৬৩০৭৫
যশোর	:	খলীলুর রহমান, হরিদ্রাপোতা হাইস্কুল, ঝিকরগাছা : ০১৭৬৩-৯৮৫৩৭৪; আনোয়ারুল ইসলাম, নতুন মূল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর : ০১৭২৩-২৪৫৪৪৫
রংপুর	:	আব্দুন নূর সরকার, শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদ, মুসলিম পাড়া, আলমনগর : ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২; মোকছেদুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান দাখিল মাদ্রাসা, সারাই কাযীপাড়া, হারাগাছ : ০১৭৩১-৪৪৮৯৪৬; হাবীবুর রহমান, আফতাবাবাদ, বদরগঞ্জ : ০১৭৪০-৫৪৬৮৫৪; মুহাম্মাদ লাল মিয়া, হরি নারায়ণপুর, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর : ০১৭৩৬-৮১৫৯১৬
রাজবাড়ী	:	আব্দুল্লাহ ত্বহা, পাংশা ড্রাগ সার্জিক্যাল, মৈশালা বাসস্ট্যান্ড, পাংশা : ০১৭৯৩-২০২০৮৬
লালমণিরহাট	:	মাহফূযুল হক, খোদাবাগ, সেলিম নগর : ০১৭৩১-২৫৭৫১২
সাতক্ষীরা	:	আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ভবানীপুর, কুশখালী : ০১৭৭১-৫০০৭৪৮
সিরাজগঞ্জ	:	আবু রায়হান, শিমুল দাইড়, কাযীপুর: ০১৭৩৮-৯২২৩১৯৭; ঈসা আহমাদ, এনায়েতপুর : ০১৭৭০-৩৪১৭৫১

৬২তম সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
  ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- **সম্পাদক**
  রবীউল ইসলাম
- **নির্বাহী সম্পাদক**
  নাজমুন নাঈম
- **সহকারী সম্পাদক**
  মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**
  - রাগ কর না ০২
- **কুরআনের আলো** ০৪
- **হাদীছের আলো** ০৫
- **প্রবন্ধ**
  - সন্তান প্রতিপালনে করণীয় ০৬
  - ইসলামে শখ ১৩
- **হাদীছের গল্প** ১৯
  - কুরআন সংকলন ১৯
- **এসো দো'আ শিখি** ২১
- **গল্পে জাগে প্রতিভা**
  - জীবনের গল্প ২২
- **কবিতাগুচ্ছ** ২৪
- **বহুমুখী জ্ঞানের আসর** ২৫
- **সোনামণি সংলাপ** ২৬
- **বার্ষিক সোনামণি ক্যালেন্ডার** ৩০
- **সংগঠন পরিক্রমা** ৩২
- **প্রাথমিক চিকিৎসা** ৩৭
- **ভাষা শিক্ষা** ৩৮
- **সফরের আদব** ৩৯
- **কুইজ** ৩৯
- **সোনামণির ১০টি গুণাবলী** ৪০

রাগ কর না

মানুষের মন ষড় রিপু দ্বারা পরিচালিত। ষড় রিপুর অন্যতম হল রাগ বা ক্রোধ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাগ আছে যা নিয়ন্ত্রণ করে চলা সফল মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। কেননা নিয়ন্ত্রণহীন রাগ মানুষের বড় শত্রু। এটি মানুষের আমল-আখলাককে নিমেষে ধুলায় ধুসরিত করে। অতি রাগান্বিত ব্যক্তির প্রতি অপরের সুধারণা মুহূর্তেই পরিবর্তন হয়ে যায়।

প্রিয় সোনামণি! তুমি কি ভীষণ রাগী ব্যক্তির প্রতি কখনো গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছ? একবার চিন্তা করে দেখতো, তার আচরণ কেমন ক্ষতিকর! সে যা ইচ্ছা তাই বলে ও করে। হাতের কাছে যা পাই তাই ভেঙ্গে ফেলে। অপর দিকে মুমিন বান্দা রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। যা তার সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে রাগান্বিত ব্যক্তি রাগ বাস্তবায়নের পর অনুতপ্ত হয়। এজন্য সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে রাগ নিয়ন্ত্রণ যরূরী। বিশেষকরে দাওয়াতী জীবনে ক্রোধ ও রাগ দমন অপরিহার্য। একজন দ্বীনের দাঈকে অবশ্যই রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং কর্কশ ও কঠোর স্বভাব পরিহার করতে হবে। অন্যথায় তার দাওয়াত মানুষের মধ্যে স্থায়ী প্রভাব ফেলবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলেন, 'আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের (স্বীয় উম্মতের) প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয়ের হতে তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর' *(আলে-ইমরান ৩/১৫৯)*।

ক্রোধ দমনকারী ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও রহমত দ্বারা পূর্ণ করবেন এবং জান্নাতী মেহমান হিসাবে অভ্যর্থনা জানাবেন। যে সকল সৎকর্মের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভে ধন্য হয় তন্মধ্যে ক্রোধ দমন অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*।

স্নেহের সোনামণি! দুনিয়াতে মানুষ বীর বাহাদুর উপাধি নিতে পসন্দ করে। কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না প্রকৃত বীর কে? তুমি কি বলতে পার প্রকৃত

বীর কে? বাস্তবে প্রকৃত বীর সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তীতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম' *(বুখারী হা/৬১১৪)*।

মুমিনের প্রতিটি নেক আমলের ছওয়াব আল্লাহ তা'আলা ১০ থেকে ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু রাগ দমনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা রাগ দমনের মাধ্যমে বান্দা নিজে যেমন উপকৃত হতে পারে তেমনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অফুরন্ত নেকী লাভে ধন্য হয়। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে তা অন্য কিছু সংবরণে নেই' *(ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৯)*।

যে ব্যক্তি সহজেই রাগ করে সে মানুষের ভালোবাসা লাভ করতে পারেনা। সকলেই তাকে অপসন্দ করে না। এই রাগই তার সচ্চরিত্রের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত উপদেশই হতে পারে সচ্চরিত্রের ব্যাপারে উত্তম উপদেশ। একদা এক লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর সমীপে আবেদন জানাল যে, 'আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। তিনি বললেন, তুমি রাগান্বিত হয়ো না। লোকটি বার বার এই আবেদন জানাল। তিনি (প্রত্যেক বারেই) তাকে এই অছিয়ত করলেন যে, তুমি রাগান্বিত হয়ো না' *(বুখারী হা/৬১১৬)*।

যদি রাগান্বিত ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার রাগকে দমন করে রাখে তাকে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের ময়দানে সৃষ্টিকুলের সামনে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন। সাহল ইবনু মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগে ক্ষমতা থাকার সত্ত্বেও সংযত থাকে, ক্বিয়ামতের দিন আলাহ তাকে সকল সৃষ্টিকূলের মধ্যে থেকে ডেকে নিবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য থেকে তার পসন্দমত যে কোনো একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিবেন' *(আবুদাউদ হা/৪৭৭৭)*।

অতএব হে সোনামণি! চরিত্রকে উন্নত করতে এবং আল্লাহ্র ভালোবাসা ও জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভের আশায় রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখো। তাহলে সুখী মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে এবং আল্লাহ্র কাছে প্রিয় হতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

ওযূ

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, তখন (তার পূর্বে ওযূ না থাকলে ওযূ করার জন্য) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে যাও, তাহলে গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা টয়লেট থেকে আস কিংবা স্ত্রী স্পর্শ করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর এবং এজন্য তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত উক্ত মাটি দ্বারা মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোনরূপ সংকীর্ণতা চান না। বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করতে। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর *(মায়েদাহ ৫/৬)*।

অত্র আয়াতে পবিত্রতা অর্জনের তিনটি উপায় ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুমের বিধান বর্ণিত হয়েছে। যখন কেউ সাধারণ পবিত্র অবস্থায় থাকে, তখন ছালাত আদায়, বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ বা কুরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা করলে তাকে ওযূ করতে হবে। আয়াতে বর্ণিত ওযূর চারটি ফরয তথা মুখমণ্ডল, দু'হাত, দু'পা ধৌত করা ও মাথা মাসাহ করা ব্যতীত বাকী সবই সুন্নাত। তবে যদি কোন ব্যক্তি পানি না পায় অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুমই যথেষ্ট হবে।

আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য সকল বিধান সহজ করেছেন; যাতে আমরা তা সহজে পালন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন ও তাঁর শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক দান করুন-আমীন!

ওযূ

জাহিদুল ইসলাম
সহ-পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী সদর

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ أُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

নু'আইম ইবনু আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হুরায়রা (রা.)-কে ওযূ করতে দেখলেন। ওযূতে তিনি মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি এমনভাবে ধুলেন যে, প্রায় কাঁধ পর্যন্ত ধুয়ে ফেললেন। এরপর পা দু'টি এমনভাবে ধুলেন যে, পায়ের নলার কিছু অংশ ধুয়ে ফেললেন। এভাবে ওযূ করার পর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মত ক্বিয়ামতের দিন ওযূর প্রভাবে উজ্জ্বল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে আসবে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে সক্ষম সে যেন তা করে' *(বুখারী হা/১৩৬)*।

অত্র হাদীছে ওযূর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। ক্বিয়ামতের দিন একদল মানুষের ওযূর অঙ্গসমূহ উজ্জ্বল হবে। এটি শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছা.)-এর উম্মতের একটি বিশেষ চিহ্ন। রাসূলুল্লাহ (ছা.) তাঁর উম্মতকে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য ওযূর নির্ধারিত অঙ্গের বেশি ধৌত করেছেন। তবে এগুলোকে ওযূর অঙ্গ বা রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাত মনে করা যাবে না এবং তিনবারের বেশি ধৌত করা যাবে না।

এছাড়া ওযূর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'আমি কি তোমাদের বলব কোন বস্তু দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহসমূহ অধিকহারে দূর করেন ও সম্মানের স্তর বৃদ্ধি করেন? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র রাসূল (রা.)। সেটি হল কষ্টের সময় ভালভাবে ওযূ করা, বেশি বেশি মসজিদে যাওয়া ও এক ছালাতের পরে আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা' *(মুসলিম হা/২৫১২)*।

প্রিয় সোনামণিরা! ওযূর সময় তাড়াহুড়া না করে সুন্দরভাবে ওযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করবে। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

সন্তান প্রতিপালনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, সোনামণি।

(গত সংখ্যার পর)

৯. আক্বীক্বা করা : সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে নবজাতকের পক্ষ থেকে যবহ করা পশুকে আক্বীক্বা বলা হয়। ইসলামী শরী'আতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথচ মুসলিম সমাজে অবহেলিত একটি সুন্নাতী বিধান হল সন্তানের আক্বীক্বা। যদিও জাহেলী যুগে আক্বীক্বার নিয়ম চালু হয়েছে তবুও ইসলাম তার ধারা অব্যাহত রেখেছে। বুরায়দা আসলামী (রা.) বলেন, জাহেলী যুগে আমাদের কারও সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার পক্ষ হতে একটা বকরী যবহ করা হত এবং তার রক্ত শিশুর মাথায় মাখিয়ে দেওয়া হত। অতঃপর 'ইসলাম' আসার পর আমরা শিশু জন্মের সপ্তম দিনে বকরী যবহ করি এবং শিশুর মাথা মুণ্ডন করে সেখানে 'যাফরান' মাখিয়ে দেই' *(আবুদাঊদ হা/২৮৪৩)*। রাযীন-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ঐদিন আমরা শিশুর নাম রাখি' *(আবুদাঊদ হা/২৮৪৩)*।

আক্বীক্বা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সামুরা বিন জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছা.) বলেন, كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়' *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩)*।

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, 'আক্বীক্বার সাথে শিশু বন্ধক থাকে'। একথার ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, 'যদি বাচ্চা আক্বীক্বা ছাড়াই শৈশবে মারা যায়, তাহলে সে তার পিতা-মাতার জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত করবে না'। কেউ বলেছেন, আক্বীক্বা যে অবশ্য করণীয় এবং অপরিহার্য বিষয়, সেটা বুঝানোর জন্যই এখানে 'বন্ধক' (مُرْتَهَنٌ বা رَهِيْنَةٌ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট সে দায়বদ্ধ থাকে' *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬০ পৃ.)*।

ছাহেবে মিরক্বাত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, এর অর্থ এটা হতে পারে যে, আক্বীক্বা বন্ধকী বস্তুর ন্যায়। যতক্ষণ তা ছাড়ানো না হয়, ততক্ষণ তা থেকে উপকার গ্রহণ করা যায় না'। সন্তান পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্র বিশেষ নে'মত *[মিরক্বাত শরহ মিশকাত (দিল্লী ছাপা : তাবি) 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ হা/৪১৫৩-এর ব্যাখ্যা; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০২২), পৃ. ৮০)]*।

অন্য হাদীছে এসেছে, সালমান বিন 'আমের আয-যাবী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذَى 'সন্তানের সাথে আক্বীক্বা যুক্ত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্ট দূর করে দাও (অর্থাৎ তার জন্য একটি আক্বীক্বার পশু যবেহ কর এবং তার মাথার চুল ফেলে দাও' *(বুখারী হা/৫৪৭২; মিশকাত হা/৪১৪৯)*।

আক্বীক্বা বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য :

১. পিতার সম্মতিক্রমে অথবা তার অবর্তমানে দাদা, চাচা, নানা, মামা যেকোন অভিভাবক আক্বীক্বা দিতে পারেন। হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর পক্ষে তাদের নানা রাসূলুল্লাহ (ছা.) আক্বীক্বা করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/২৮৪১; মিশকাত হা/৪১৫৫)*। রাসূল (ছা.)-এর আক্বীক্বা তাঁর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব করেছিলেন। আব্দুল মুত্ত্বালিবের পিতা হাশেমের অবর্তমানে মদীনায় তাঁর মা সালমা বিনতে 'আমর তাঁর নাম রাখেন *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ, ৬২ পৃ.)*।

২. সাত দিনে আক্বীক্বা দেওয়া সুন্নাত *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৮)*। সাত দিনের পরে ১৪ ও ২১ দিনে আক্বীক্বা দেওয়ার ব্যাপারে যে হাদীছ এসেছে, তা 'যঈফ' *(ইরওয়া হা/১১৭০, ৪/৩৯৫ পৃ.)*।

৩. শাফেঈ বিদ্বানগণের মতে, সাত দিনে আক্বীক্বার বিষয়টি সীমা নির্দেশ মূলক নয় বরং এখতিয়ার মূলক। ইমাম শাফেঈ বলেন, সাত দিনে আক্বীক্বার অর্থ হল, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সাত দিনের পরে আক্বীক্বা করবে না। যদি কোন কারণে বিলম্ব হয়, এমনকি সন্তান বালেগ হয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষে তার অভিভাবকের আক্বীক্বার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায়

সে নিজের আক্বীক্বা নিজে করতে পারবে *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃ.)*। অতএব শৈশবে কারো আক্বীক্বা না হয়ে থাকলে, তিনি বড় হয়ে নিজের আক্বীক্বা নিজে করতে পারবেন *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৫৩, ২৫/২২২ পৃ.; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/২৬৫-৬৬ পৃ.)*। খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহ.) বলেন, 'যদি আমি জানতাম, আমার আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি, তবে অবশ্যই আমি নিজেই নিজের আক্বীক্বা করতাম' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/২৪৭১৮)*। হাসান বছরী (রহ.) বলতেন, 'যদি তোমার আক্বীক্বা দেওয়া না হয়, তবে তুমি নিজেই নিজের আক্বীক্বা দাও, যদিও তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হও' *(ছহীহাহ হা/২৭২৬-এর আলোচনা); মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৮০-৮১ পৃ.)*।

আক্বীকার পশু : উম্মু কারয (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لاَ يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا 'নর হৌক বা মাদী হৌক, ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আক্বীক্বা দিতে হয়' *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৪)*। তাই পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি আক্বীক্বা করাই উত্তম। তবে একটি দিলেও চলবে। ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছা.) হাসান ও হোসাইনের পক্ষ থেকে এক একটি করে দুম্বা আক্বীক্বা করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/২৮৪১; মিশকাত হা/৪১৫৫)*।

আক্বীক্বার ছাগল দু'টিই কুরবানীর পশুর ন্যায় 'মুসিন্নাহ' অর্থাৎ দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁতওয়ালা হতে হবে এবং কাছাকাছি সমান স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। এমন নয় যে, একটি মুসিন্নাহ হবে, অন্যটি মুসিন্নাহ নয় *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬২ পৃ. 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; আওনুল মা'বূদ হা/২৮১৭, ২৮৩৪-এর ব্যাখ্যা)*। তবে একটি খাসী ও অন্যটি বকরী হওয়ায় কোন দোষ নেই। ত্বাবারাণীতে উট, গরু বা ছাগল দিয়ে আক্বীক্বা করা সম্পর্কে যে হাদীছ এসেছে, তা 'মওযূ' বা জাল *(ত্বাবারাণী ছগীর হা/২২৯; হায়ছামী হা/৬১৯৫; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৬৮, ৪/৩৯৩ পৃ.)*। তাছাড়া এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছা.) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল প্রমাণিত নেই।

আক্বীক্বার পশু যবহ করার দো'আ ও নিয়ম : প্রথমে আক্বীক্বার পশুকে ক্বিবলার দিকে মুখ করে শোয়াতে হবে। মনে মনে আক্বীক্বার নিয়ত বা

সংকল্প করতে হবে। প্রচলিত মৌখিক নিয়ত পাঠ সুন্নাতী তরীকা নয়। বরং দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি। অতঃপর বলবে, بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَقِيْقَةُ فُلاَنٍ *'আল্ল-হুম্মা মিনকা ওয়া লাকা আক্বীক্বাতু ফুলানিন, বিসমিল্লাহি ওয়াল্ল-হু আকবার'*। এ সময় ফুলান এর স্থলে শিশুর নাম বলতে হবে। মনে মনে আক্বীক্বার নিয়ত করে কেবল 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্ল-হু আকবার' বলে যবেহ করলেও যথেষ্ট হবে *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২৪৭৫৪, ৮/৫৭; মাসায়েলে কুরবানী পৃ. ৫০)*।

১০. সুন্দর নাম রাখা : মুসলমান সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করা এবং সুন্দর নাম রাখা প্রত্যেক পিতা-মাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব। রাসূল (ছা.)-এর জন্মের পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সপ্তম দিনে খাৎনা ও নামকরণ করা হয়। পিতৃহীন নবজাতককে কোলে নিয়ে স্নেহশীল দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন ও প্রাণভরে দো'আ করেন। আক্বীক্বার দিন সমস্ত কুরায়েশ বংশের লোককে দাওয়াত করে খাওয়ান। সকলে জিজ্ঞেস করলে তিনি বাচ্চার নাম বলেন, 'মুহাম্মাদ'। এই অপ্রচলিত নাম শুনে লোকেরা বিস্ময়ভরে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি চাই যে, আমার বাচ্চা সারা দুনিয়ায় 'প্রশংসিত' হৌক। ওদিকে স্বপ্নের মাধ্যমে ফেরেশতার দেওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী মা আমেনা তার নাম রাখেন 'আহমাদ'। উভয় নামের অর্থ প্রায় একই। অর্থাৎ 'প্রশংসিত' এবং 'সর্বাধিক প্রশংসিত' *[মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছা.) (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৬), পৃ. ৬৪]*

তবে জন্মের পরও নাম রাখা যায়। আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ 'গত রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেছে। আমি তাকে আমার পিতার নামানুসারে 'ইব্রাহীম' নাম রেখেছি' *(মুসলিম হা/২৩১৫ 'ফাযায়েল' অধ্যায়; আবুদাঊদ হা/৩১২৬)*। এভাবে তিনি আবু ত্বালহার পুত্র আব্দুল্লাহ ও আবু উসায়েদ-পুত্র মুনযির-এর নাম তাদের জন্মের পরেই রেখেছিলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৫৯০)*।

পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে প্রথম পারস্পরিক পরিচয় হয় তার নামের মাধ্যমেই। আল্লাহ তা‘আলাও সুন্দর নামকে পসন্দ করেন। তিনি তাঁর নিজ নামকে এতই ভালোবাসেন যে, তিনি বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا ‘আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সে নামে তাঁকে ডাকো’ *(আ‘রাফ ৭/১৮০)*। ক্বিয়ামতের ময়দানে সকল বনু আদমকে আল্লাহ বিচারের জন্য সমবেত করে ডাকবেন পিতা ও পুত্রের নাম ধরে *(বুখারী হা/৬১৭৮; মুসলিম হা/১৭৩৫)*।

মুসলমান সন্তানের সুন্দর অর্থপূর্ণ আরবী ভাষার নাম ইসলামী সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিধর্মী ইহূদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ কোন জাতিই মুসলমানদের নামে নিজেদের নাম রাখে না। যেমন কোন হিন্দু, ইহূদী, খৃষ্টান কখনই তার সন্তানের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান বা ফাতেমা, আয়েশা, রুকাইয়া প্রভৃতি ইসলামী নাম রাখতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু দুঃখজনক যে, মুসলমানরা হিন্দুয়ানী বা খৃষ্টানী নাম রাখতে একটুও লজ্জা পায় না। মুসলমানদের মধ্যে দুলাল, পলাশ, রাহুল, নির্মলা, জ্যোৎস্না, মৌসুমী, ঝরণা, লিটন, সান্টু, ফান্দু, নাণ্টু, মিল্টন, রিপন, বুলেট, শেফালী, বাবলু, নদী প্রভৃতি অর্থহীন ও বিজাতীয় নাম রাখার প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

বিধর্মীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও শিরক-বিদ‘আতযুক্ত নাম বা ডাকনাম মুসলমান সন্তানের জন্য অবশ্যই বর্জনীয়। তাছাড়া অনারব মুসলিমদের জন্য আরবী ভাষায় নাম রাখা আবশ্যক। কেননা অনারব দেশে এটাই মুসলিম ও অমুসলিমের নামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।

অর্থহীন নাম পরিহার করা : রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর কাছে কোন নবাগত লোক আসলে, তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। ভালো নাম হলে তিনি আনন্দিত হতেন। অপসন্দ হলে তা পরিবর্তন করে দিতেন। তিনি অশুভ, ঘৃণাদায়ক, অর্থহীন, অতি বিশেষণমূলক ও আত্মঅহংকার প্রকাশ পায় এমন বহু নাম পরিবর্তন করেছেন। যেমন তিনি আসীয়া (বিদ্রোহীনি, পাপিয়সী) নামটি পরিবর্তন করে বললেন, তুমি জামীলা (সুন্দরী) *(মুসলিম হা/২১৩৯)*। বাররাহ (অত্যন্ত ধার্মিকা) নাম পরিবর্তন করে তাঁর নাম রাখেন যয়নাব (সুগন্ধময় ফুল) *(বুখারী হা/৬১৯২)*। হাযন (শক্ত মাটি) নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন

সাহল (নরম মাটি) *(বুখারী হা/৬১৯৩)*। এভাবে নাম পরিবর্তনের কথা বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

তাই অর্থহীন নাম আরবী ভাষার হলেও তা পরিবর্তন করতে হবে। খাঁটি বাঙ্গালী সাজতে গিয়ে অনেকে পিতৃপ্রদত্ত আরবী নামের সাথে বাংলা নাম মিশ্রণ করে নামকরণ করে থাকেন। যেমন অমিত হাসান, ফটিক রহমান, অনিক মাহমূদ, শুভ রহমান ইত্যাদি। ইদানীং কেউ কেউ পিতৃপ্রদত্ত আরবী নাম বিকৃত আকারে প্রকাশ করছেন। যেমন মালেক মেহমুদ, শফিক রেহমান, রেহমান সোবহান ইত্যাদি। এভাবে রহমানকে রেহমান, মাহমূদকে মেহমুদ উচ্চারণ করা গুরুতর অপরাধ *(মাসিক আত-তাহরীক, ২৫তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা আগস্ট ২০২২, পৃ. ১৯)*।

উত্তম নাম : ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ 'আল্লাহ্র নিকটে তোমাদের নামগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম নাম হল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান' *(মুসলিম হা/২১৩২; মিশকাত হা/৪৭৫২)*। তদ্রূপ 'আসমাউল হুসনা' (আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ)-এর পূর্বে 'আব্দ' শব্দ যোগ করে নাম রাখা হলে তা উক্ত হাদীছের মর্মানুযায়ী আল্লাহ্র নিকট প্রিয় ও পসন্দনীয় হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ তাতে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রকাশ পায়। এভাবে মেয়েদের নামও সুন্দর এবং অর্থপূর্ণ রাখা প্রত্যেক অভিভাবকের কর্তব্য।

১১. খাৎনা করা : ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল খাৎনা করা। মুসলমান জাতির মধ্যে ইব্রাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে খাৎনার প্রথা চালু হয়। তিনি ৮০ বছর বয়সে নিজের খাৎনা নিজেই করেন *(বুখারী হা/৩৩৫৬; মুসলিম হা/২৩৭০; মিশকাত হা/৫৭০৩)*। ফলে তাঁর অনুসারী সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত প্রথা চালু আছে। ইসলাম আসার পূর্বে কুরায়েশদের মধ্যেও এটি চালু ছিল। বস্তুত খাৎনার মধ্যে যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ তা স্বীকার করেছেন। এর ফলে খাৎনাকারীগণ অসংখ্য অজানা রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত থাকেন।

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ 'পাঁচটি

বিষয় হল মানুষের স্বভাবজাত : (১) খাৎনা করা (২) নাভির নীচের লোম ছাফ করা (৩) গোঁফ ছাটা (৪) নখ কাটা ও (৫) বগলের লোম ছাফ করা' *(বুখারী হা/৬২৯৭; মিশকাত হা/৪৪২০)*। অতএব পুত্র সন্তান জন্মের পর থেকে সাত দিনের আগে বা পরে যেকোন সময় খাৎনা করা যায়। তবে বালেগ হওয়ার পূর্বেই খাৎনা করা ওয়াজিব।

খাৎনা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বিদ'আত হতে বিরত থাকা আবশ্যক। যেমন বাচ্চার হাতে ও কোমরে তাগা বা মাদুলী বাঁধা, গলায় তাবীয ঝুলানো, ঘর বন্ধ করা, বাপ-মায়ের না খেয়ে থাকা, ধামা বা কাঠার উপরে বাচ্চাকে বসানো ও পান দিয়ে তার চোখ ধরা, খাৎনার কাটা অংশ কাঁসার পাতিলে রাখা, খাৎনার পরে বাচ্চার হাতে কিছুদিন সর্বদা লোহা বেঁধে রাখা, খাৎনার কয়েক দিন পর বাচ্চার গোসলের দিন অনুষ্ঠান করে ছেলে-মেয়েদের নাচানাচি, কাদা মাখানো, মাইক বাজানো, গান-বাজনা ইত্যাদি কুসংস্কার ও সবধরনের অপচয় ও শিরক-বিদ'আত থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

একইভাবে 'সুন্নাতে খাৎনা'র নামে কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না। হযরত ওছমান ইবনু আবুল 'আছ ছাক্বাফী (রা.)-কে একটি খাৎনার অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর যামানায় আমরা খাৎনার অনুষ্ঠানে যেতাম না এবং এজন্য আমাদের দাওয়াতও দেওয়া হত না *(আহমাদ হা/১৭৯৩৮; ত্বাবারাণী হা/৮৩৮১; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, মাসআলা ক্রমিক : ৫৬৮২, ৭/২৮৬ পৃ.; মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীকা, পৃ. ১০২)*। অতএব এরূপ অনুষ্ঠান হতে বিরত থাকা আবশ্যক। এতে সুন্নাত পালনের নেকী পাওয়া যাবে না। বরং বিদ'আতে সহযোগিতার কারণে গোনাহ অর্জন করতে হবে। তাই পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণকে এ বিষয়ে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে।

[চলবে]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) বলেছেন, 'ভাগ্য দু'টি বিষয় দ্বারা ঘেরাও করা থাকে; কাজের শুরুতে তাওয়াক্কুল ও শেষে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি কাজ করার শুরুতে আল্লাহ্র উপর ভরসা করল এবং কাজের শেষে আল্লাহ্র ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকল, সে যেন পূর্ণভাবে আল্লাহ্র দাসত্ব করল' *(মাদারিজুস সালেকীন ২/১২২)*।

ইসলামে শখ

আজমাঈন আদীব
পরিচালক, সোনামণি
নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী।

শখ মানব জীবনের একটি ঐচ্ছিক অংশ। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পাশাপাশি পসন্দের কাজ করে আনন্দ লাভ করার উপায় হল শখ। শখ যেহেতু আবশ্যক কোন কর্তব্য নয়, সেহেতু শখ পালন করা সব সময় যরূরী নয়। শখের বশে ভালো কাজ করে যেমন সমাজের সেবা করা যায়, তেমনই শুধু শখ পূরণের জন্য ব্যক্তি, সমাজের ক্ষতি করার নযীরও কম নয়। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে শখ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবতা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

পরিচয় : শখ মূলত আত্মবিনোদনের জন্য সম্পাদন করা হয়। যার শাব্দিক অর্থ আগ্রহ, মনের ঝোঁক, সাধ, পসন্দ, খেয়াল ইত্যাদি। একে ইংরেজীতে Hobby, Fancy, Outside-interest ইত্যাদি বলা হয়। শখের আরবী প্রতিশব্দ হল رُغْبَةٌ، هِوَايَةٌ। পারিভাষিক অর্থে, 'শখ এমন একটি নিয়মিত ক্রিয়াকলাপ হিসাবে বিবেচিত, যা উপভোগের জন্য করা হয়' *(উইকিপিডিয়া)*। সুতরাং আমরা বলতে পারি, মনের আগ্রহবশত যে কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে আনন্দ লাভ হয় তাকেই শখ বলে। অর্থাৎ শখ বলতে আমরা কেবল মনের খেয়াল মিটানোকেই বুঝি। তবে শখের সংজ্ঞায় আমরা গুটি কয়েক শব্দ যোগ করতে পারি। তা হল 'নিজ দায়িত্ব সম্পাদনের পর'। কেননা দায়িত্ব (যা সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়) পালনের উপরে শখকে প্রাধান্য দেওয়া কোন ব্যক্তির জন্য সমীচীন নয়।

শখের প্রয়োজনীয়তা : মানুষের অবসর সময় অতিবাহিত করার জন্য এক বা একাধিক শখ থাকতে পারে। যেটি করে সে আনন্দ লাভ করতে পারে। তাহলে অবসর সময়ে বিরক্তি বা অস্থিরতা মনে ঠাঁই পায় না। ফলে আমরা আমাদের অন্যান্য দৈনিক কাজগুলোও সাবলীলভাবে করতে পারি। এজন্য শখের প্রয়োজনীয়তা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। শখহীন ব্যক্তির জীবন বিষাদময় হয়ে ওঠে। দায়িত্বের বোঝা বইতে বইতে হাঁপিয়ে উঠা জীবনে শখ পূরণের সুযোগ এক চিলতে আনন্দ লাভের অবকাশ দেয়। সে আবার নতুন উদ্যমে কর্তব্য পালনে মনোযোগী হতে পারে। শখ যদি

সুন্দর হয় আল্লাহ তা পূরণে সাহায্য করেন। ফলে সে সমাজে মর্যাদাবান ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয়। সকলের কাছে সম্মানের পাত্রে পরিণত হয়।

শখের প্রকারভেদ : পৃথিবীর অধিকাংশ বিষয়ের ভালো ও মন্দ দু'টি দিক রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 'আর আমরা তাকে দেখিয়েছি দু'টি পথ' *(বালাদ ৯০/১০)*। তাই শখকেও আমরা দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথমটি হল, যে শখ সম্পাদনের মাধ্যমে বিনোদনের পাশাপাশি ব্যক্তি ও সমাজের উপকার সাধিত হয়। অপরটি হল এমন শখ, যার দ্বারা মানুষ কেবল সাময়িক আনন্দ লাভ করে, কিন্তু এতে ব্যক্তি বা সমাজের কোন উপকার সাধিত হয় না।

মানুষের রুচিভেদে বিচিত্র ধরনের শখ দেখা যায়। কোনটি স্বাভাবিক, কোনটি অস্বাভাবিক, কোনটি আবার কল্পনাতীত। শখে ভালো কাজ করলে যেমন প্রতিদান লাভ করা যায়, মন্দ শখের কারণে তেমন প্রতিফলও ভোগ করতে হয়। যেমন বই পড়া একটি উপকারী শখ। পড়ার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান মানুষের জীবনকে উন্নত করে, সুন্দর চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। অন্যদিকে জুয়া খেলা একটি মন্দ শখ। এর মাধ্যমে দুনিয়াতে টাকা ও সময় নষ্টের পাশাপাশি আখেরাতে শাস্তি নিশ্চিত হয়। আর কিছু শখ যেমন বাগান করা, পশু-পাখি পালন, দর্শনীয় স্থানসমূহে ভ্রমণ মনকে সতেজ রাখে। এগুলো সমাজে বড় কোন প্রভাব সৃষ্টি না করলেও ব্যক্তিকে অন্যায়-অপকর্ম থেকে দূরে রাখে।

ছাহাবীদের শখ : রাসূল (ছা.)-এর ছাহাবীগণ ছিলেন মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁদের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ন্যায় শখসমূহও ছিল হালাল ও মার্জিত। কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা বা অভ্যাস জাহেলী যুগে তাঁদের মধ্যে থাকলেও তাঁরা সেটাকে শখ হিসাবে গ্রহণ করেননি। বরং আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে পরিত্যাগ করেছেন। যেমন জাহেলী যুগে তাঁরা মদপান করতেন। ইসলাম গ্রহণের পরও প্রথম দিকে মদ হালাল থাকার কারণে তাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মদের ব্যবস্থা রাখতেন। পরবর্তীতে যখন মদ হারাম করা হয়, তখন আবু ত্বালহা (রা.)-এর বাড়িতে অনেক ছাহাবী মদ পানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেখানে এত মদ ছিল যে তা ফেলে দিলে মদীনার রাস্তায় কাদা হয়ে যায়। এখান থেকে বুঝা যায়, শখের বশে কখনো হারাম কাজ করা যাবে না।

বরং তাঁদের শখসমূহ ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছা.)-এর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। হযরত আনাস (রা.) দশ বছর রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর খেদমত করেছেন। রাসূলের কাছাকাছি থাকা ও তাঁর সেবা করা ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। অনেক ছাহাবীর শখ ছিল অহি সংরক্ষণ করা। তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন আয়াত নাযিল হলে তা মুখস্থ করে নিতেন বা লিখে রাখতেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন যায়েদ ইবনু ছাবিত (রা.)। তাঁকে প্রধান অহি লেখক বলা হয়। তিনি কুরআন লিখে রাখতেন। আবু হুরায়রা (রা.)-এর শখ ছিল রাসূল (ছা.)-এর বাণীসমূহ মুখস্থ করা। এজন্য তিনি রাসূল (ছা.)-কে একদিন বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! আমি আপনার কাছে অনেক হাদীছ শুনি, কিন্তু তা ভুলে যাই। তিনি বললেন, তোমার চাদর বিছিয়ে দাও। অতঃপর তিনি বিছিয়ে দিলে রাসূল (ছা.) অঞ্জলি ভরে তাতে কিছু দিলেন। তারপর বললেন, তুমি এটি জড়িয়ে নাও। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি তা জড়িয়ে নিলাম। তারপর থেকে আমি কিছুই ভুলে যাইনি *(বুখারী হা/১১৯)*। রাসূল (ছা.)-এর দো'আর বদৌলতে আবু হুরায়রা (রা.) সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ৫৩৭৪টি। সুতরাং বর্তমান যুগে ইলম অর্জন, সংরক্ষণ ও তা জাতির কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার শখ আমরাও লালন করতে পারি।

আবু হুরায়রা (রা.) নামটির পেছনে একটি শখ পূরণের মজার কাহিনী রয়েছে। তাঁর প্রকৃত নাম আব্দুর রহমান ইবনু সাখর। তিনি শখে একটি ছোট বিড়াল পালন করতেন। একদিন আবু হুরায়রা (রা.) জামার আস্তিনের নিচে বিড়ালছানা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর দরবারে উপস্থিত হন। সে সময় বিড়ালটি হঠাৎ করে সবার সামনে বেরিয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছা.) তাকে রসিকতা করে আবু হুরায়রা বা বিড়ালের পিতা নামে অভিহিত করেন। এরপর থেকে তিনি আবু হুরায়রা নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি নিজেকে আবু হুরায়রা নামেই পরিচয় দিতে পসন্দ করতেন। পশু-পাখি পালন আরো কয়েকজন ছাহাবীর শখ ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন ছিল আনাস (রা.)-এর ভাই আবু ওমায়ের (রা.)। তার নুগায়ের নামক একটি পাখি ছিল। সে তার সাথে খেলাধুলা করত। একদিন রাসূল (ছা.) তাকে বলেন, يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ 'হে আবু ওমায়ের! নুগায়ের কী করছে?'

(বুখারী হা/৬১২৯)। এ দু'টি ঘটনা থেকে হালাল প্রাণী পালনের প্রতি রাসূল (ছা.)-এর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ পাওয়া যায়।

ছাহাবীগণ সর্বদা হালাল রুযী অন্বেষণ ও বৈধ পন্থায় নিজেদের জীবন পরিচালনা করতেন। কখনো অর্থ ও সময়ের অপচয় করতেন না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল জান্নাত। তাই আমাদেরও শখ সম্পাদনের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম খেয়াল রাখতে হবে। তবেই আমরা ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারবো।

হালাল বা বৈধ শখগুলোর কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

ইসলামী সাহিত্য পাঠ : বই মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। বই যার সঙ্গী নিঃসঙ্গতা বা অজ্ঞতা তাকে কখনো গ্রাস করতে পারে না। উভয় জগতে সাফল্যের জন্য পড়ার বিকল্প নেই। পড়ার মধ্য দিয়েই আল্লাহ্র বিধি-বিধান সম্পর্কে জানা যায়। এজন্যই আল্লাহ সর্বপ্রথম পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক হতে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না *('আলাক ৯৬/১-৫)*।

শিক্ষা সফর : আমরা সকলেই কম-বেশী ভ্রমণ করতে পসন্দ করি। দেশ-বিদেশের দর্শনীয় স্থানসমূহ আমাদের মুগ্ধ করে। এই ভ্রমণ আমাদের আনন্দ দানের পাশাপাশি অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনে আল্লাহ্র সৃষ্টির মহিমা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ 'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন?' *(আনকাবূত ২৯/২০)*। শিক্ষা সফর আমাদের জন্য একটি উপকারী শখ হতে পারে।

বাগান করা : বাগন হতে পারে ফুলের, ফলের, সবজির বা কোন ঔষধি গাছের। বাগান করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা বা সুযোগ না থাকলে সাধ্যমত গাছ লাগানো উচিত। সেটা হতে পারে রাস্তার ধারে, মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বা বাড়ির আঙিনায়। এতে সামাজিক উপকারের পাশাপাশি ছওয়াব অর্জনেরও সুযোগ রয়েছে। রাসূল (ছা.) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ

زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ 'যখন কোন মুসলিম গাছ লাগায় অথবা ফসল ফলায়, অতঃপর মানুষ ও পশু-পাখি তা থেকে খায়, এটা তার জন্য ছাদাক্বা হয়ে যায়' *(বুখারী হা/২৩২০)*।

পশু-পাখি পালন : পশু-পাখি পালন একটি সুন্দর শখ হতে পারে। রাসূল (ছা.)-এর কয়েকজন ছাহাবী পশু-পাখি পালন করতেন। আমরাও অবসর সময়ে এ কাজ করতে পারি। প্রাণীর প্রতি দয়া করলে আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করবেন। সম্প্রতি শখের বশে শুরু করা অনেক খামার থেকে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার নযীরও রয়েছে।

দ্বীনী কাজে অংশগ্রহণ করা : মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি। আর ইসলাম আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন *(আলে আমরান ৩/১৯)*। এজন্য নিজ জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের পাশাপাশি সাধ্যমত এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সময় ব্যয় করতে হবে। বিভিন্ন ইসলামী সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ করাকে শখে পরিণত করতে পারলে তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য কল্যাণকর হবে।

শরীর চর্চা করা : শরীর চর্চা একটি ভালো অভ্যাস। প্রবাদে আছে, A sound mind in a sound body 'সুস্থ দেহে সুন্দর মন'। অর্থাৎ সুন্দর মনের জন্য প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা। এছাড়া শত্রুর মনে শঙ্কা সৃষ্টির জন্য এর জুড়ি মেলা ভার। দেহ মন সুস্থ রাখার জন্য শরীর চর্চা করা একটি ভালো শখ হতে পারে।

শখে সতর্কতা : প্রচলিত আছে, শখের তোলা আশি টাকা। এটা যে সময়ের প্রবাদ তখন আশি টাকায় অনেক কিছুই হত। আজকাল আশি টাকায় দু'বেলা খাবারও হয়না। সুতরাং আশি মানেই আশি নয়। এই প্রবাদকে আজকের দিনে সংশোধন করে বলা যায়, শখের তোলা লাখ টাকা। এখান থেকে বেশ ভালোভাবেই বোঝা যায় শখ কাদের সাজে! যার স্বাভাবিক জীবন ধারণ করাই চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়, তার শখ পূরণের চিন্তা করা সাজে না। হোক সেটা উপকারী বা ক্ষতিকর। যদি শখের বিচার না করা হয় তবে শখ একসময় দায়িত্বে পরিবর্তন হয়ে আমাদের জীবনের গন্তব্য পাল্টে দিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ এক ছাত্রের কথা ধরা যাক। তার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হল পড়াশোনা করা। সে তার দায়িত্ব পালন করে। তবে, তার একটি শখ হল ছিপ দিয়ে মাছ ধরা। ঘটনাক্রমে একদিন সে তার বাড়ির পুকুরে ছিপ দিয়ে অনেক মাছ ধরে। সেই মাছগুলো বাড়িতে খেয়েও বেঁচে যায়, যা সে বাজারে বিক্রি করে কিছু টাকাও পায়। তার খুবই ভালো লাগে। কেননা তা ছিল ছেলেটির প্রথম উপার্জন। এরপর থেকে সে প্রতিদিন মাছ ধরা শুরু করে এবং মাছ ধরার সকল কলা-কৌশল আয়ত্ত করে। সে তার কাজে সফলও হয়। দিনে দিনে তার মাছের পরিমাণ বাড়তে থাকে। প্রথমে ছিপ দিয়ে শুরু করলেও এরপর পর্যায়ক্রমে ছোট ছোট ফাঁদ বসিয়ে মাছ ধরে। সবশেষে নৌকা ও জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যায়। এভাবে সে পেশাদার জেলেতে পরিণত হয়। প্রতিদিন মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে। অথচ তার দায়িত্ব ছিল ভালোভাবে লেখাপড়া করে দেশ ও দশের সেবা করা! কিন্তু ঘটনাক্রমে সে জেলেই পরিণত হয়।

দুনিয়াতে শৌখিন মানুষ তো অনেক আছে। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ মানুষের বড়ই অভাব। আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলোকে প্রাধান্য না দিয়ে যদি আমরা জীবন পরিচালনা করি তবে জীবনে নেমে আসবে সীমাহীন লাঞ্ছনা। এজন্য জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে হবে। তবেই আমরা আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো সম্পর্কে অবগত হতে পারব এবং সেগুলো মেনে চলতে পারবো। পালহীন নৌকার মত জীবন পরিচালনা করলে নদীতে ভাসতে ভাসতেই জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে এ জীবনে আর কূলে ফেরা হবে না।

উপসংহার : সবারই কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যা তার জন্যই নির্ধারিত। মানুষ যদি তার নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উদাসীন হয়, তবে সে একই সাথে নিজেকে এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। সুতরাং দায়িত্বে অবহেলা নয়। শখ পালনে বাড়াবাড়ি নয়। কেননা ব্যক্তি বিশেষে এমন অনেক কাজ রয়েছে যা শখ হিসাবে ঠিক থাকলেও পেশা হিসাবে বেমানান। মোট কথা শখকে নিজের কর্তব্য নয় বরং কর্তব্যকে নিজের শখে পরিণত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উত্তম শখসমূহ কবুল করুন-আমীন!

কুরআন সংকলন

আব্দুল হাসীব, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মক্কার অদূরে হেরা গুহায় সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছা.) এর নিকট অহি আগমনের সূচনা হয়। তারপর দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত ধীরে ধীরে আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর পুরো কুরআন অবতীর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর ছাহাবীগণ তা শুনে মুখস্থ করতেন অথবা কাঠ, পাতা ও পাথরে লিখে রাখতেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)-এর মৃত্যুর সময়ও তা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে রাসূল (ছা.)-এর প্রধান অহি লেখক যায়েদ ইবনু ছাবিত এগুলো সংকলন করেন।

যায়েদ ইবনু ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হওয়ার পর আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এ সময় ওমর (রাঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর (রা.) বললেন, 'ওমর (রা.) আমার কাছে এসে বলেছেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের মধ্যে কুরআনের অনেক ক্বারী রয়েছেন। আমি আশঙ্কা করছি, এভাবে নাগরিকদের মধ্যে ক্বারীরা নিহত হলে কুরআনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন'। উত্তরে আমি ওমর (রাঃ)-কে বললাম, 'যে কাজ আল্লাহ্র রাসূল (ছা.) করেন নি, সে কাজ তুমি কীভাবে করবে?' ওমর (রা.) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! এটা একটা উত্তম কাজ'। ওমর (রাঃ) কথাটি আমার কাছে বার বার বলতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিলেন এবং এ বিষয়ে ওমর (রা.) যা ভালো মনে করলেন, আমিও তাই করলাম'।

যায়েদ (রা.) বলেন, আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) আমাকে বললেন, 'তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। কিন্তু তুমি রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর অহি লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াতসমূহ খুঁজে তা একত্রিত কর'। আল্লাহ্র শপথ! তাঁরা যদি আমাকে একটি পাহাড় এক স্থান হতে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন, তাহলে

তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের চেয়ে কঠিন মনে হত না। আমি বললাম, 'যে কাজ আল্লাহ্র রাসূল (ছা.) করেননি, আপনারা তা কীভাবে করবেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! এটা একটা কল্যাণকর কাজ'। এ কথাটি আবু বকর (রা.) আমার কাছে বার বার বলতে থাকলেন, অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিলেন এ কাজের জন্য, যে কাজের জন্য তিনি আবু বকর ও ওমর (রা.)-এর বক্ষকে প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।

এরপর আমি কুরআনের পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধান কাজে মনোনিবেশ করলাম। খেজুর পাতা, পাথরের টুকরো এবং মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। সবশেষে আমি সূরা তওবার শেষাংশ আবু খুযায়মা আনছারী (রা.)-এর থেকে সংগ্রহ করলাম। এ অংশটুকু তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে আমি পাইনি, 'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, যার নিকট তোমাদের দুঃখ-কষ্ট বড়ই দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী। তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াপরায়ণ। এসত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তার উপরেই আমি ভরসা করি। আর তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের মালিক' *(তওবা ৯/১২৮-১২৯)*।

তারপর সংকলিত ছহীফাসমূহ মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর তা ওমর (রাঃ)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এরপর তা হাফছা বিনতে ওমর (রাঃ)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল *(বুখারী হা/ ৪৬২১)*।

শিক্ষা :

১. *আল-কুরআনুল কারীম পাণ্ডুলিপি আকারে একত্রে অবতীর্ণ হয়নি। বরং মানুষের প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ ধীরে ধীরে নাযিল করেছেন।*
২. *রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবাদের যুগ থেকেই মানুষ কুরআন হিফয করে আসছে। যুগে যুগে এভাবে একদল মানুষের বক্ষে আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণ করেছেন।*
৩. *ইলম অর্জন, সংরক্ষণ ও বিতরণ একটি পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে আন্তরিকতার সাথে পালন করা উচিত।*

এসো দো'আ শিখি

৪৪. বৃষ্টি বর্ষণ হতে দেখলে যা বলতে হয় :

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ছইয়িবান্ না-ফি'আন্।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! মুষলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও' *(বুখারী হা/১০৩২)*।

৪৫. বৃষ্টি বন্ধের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا- اَللّٰهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা হাওয়া-লাইনা ওয়া লা 'আলাইনা, আল্ল-হুম্মা 'আলাল আকা-মি ওয়ায্ যিরা-বি ওয়া বুতূনিল আওদিয়াতি ওয়া মানা-বিতিশ্ শাজারি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে করিও না। হে আল্লাহ! টিলা, মালভূমি, উপত্যকার অভ্যন্তরে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর' *(বুখারী হা/১০১৪; মুসলিম হা/৮৯৭; মিশকাত হা/৫৯০২)*।

৪৬. কুরবানী করার দো'আ :

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ- *(বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াল্ল-হু আকবার)*

অর্থ : 'আল্লাহ্‌র নামে (যবেহ করছি), তিনি মহান' *(মুসলিম হা/১৯৬৬; মিশকাত হা/১৩৬৯)*।

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ-

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি আল্ল-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলি বাইতী।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করছি। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে' *(মির'আত ২/৩৫০ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৪ পৃঃ; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসায়েলে কুরবানী ২২ পৃ.)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৮৮-৮৯)।

জীবনের গল্প

মূল : মুহসিন জব্বার
অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

'ইনশাআল্লাহ'-এর মধ্যে কল্যাণ আছে

এক নামকরা বাদশার একজন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। এই মন্ত্রী সব সময় একটি বাক্য বলতেন, 'ইনশাআল্লাহ'-এর মধ্যে কল্যাণ আছে। একদিন রাতে খাবার টেবিলে ফল কাটার সময় বাদশার আঙুল কেটে রক্ত বের হল। পরদিন সকালে তার সভাসদগণ তাকে দেখতে গেলেন। তাদের সাথে বিচক্ষণ মন্ত্রীও ছিলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি বারবার বলছিলেন, 'ইনশাআল্লাহ'-এর মধ্যে কল্যাণ আছে, 'ইনশাআল্লাহ'-এর মধ্যে কল্যাণ আছে, 'ইনশাআল্লাহ'-এর মধ্যে কল্যাণ আছে...।

তার কথায় বাদশা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, আমার আঙুল কেটে গেছে আর তুমি বলছ এর মধ্যে কল্যাণ আছে। এর মধ্যে কী কল্যাণ রয়েছে? তুমি খুব বোকা একটা লোক! তিনি তার সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন, একে জেলখানায় বন্দী করে উচিত শিক্ষা দেও। অতঃপর সেনাপতি তাকে বন্দী করল। তখনও তিনি বলছিলেন, 'ইনশাআল্লাহ'-এর মধ্যে কল্যাণ আছে। বাদশা বললেন, ওকে জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তবুও বেকুব বলছে, এর মধ্যে কল্যাণ আছে! বাকি জীবন জেলখানায় কাটালে কল্যাণ টের পাবে।

এর কিছুদিন পর শিকারের মৌসুম এলো। বাদশা তার পরিষদবর্গ নিয়ে হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে বনে গেলেন। হরিণ খুব চতুর প্রাণী। তাই এদের শিকারের জন্য শিকারীকে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সাধারণত বাদশা কেবল তার মন্ত্রীকে সাথে নিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু মন্ত্রী বন্দী থাকায় তিনি একাকী বনে প্রবেশ করলেন। বনের মধ্যে একটি হরিণের পিছু ধাওয়া করে তিনি গভীর জঙ্গলে চলে গেলেন। হঠাৎ একদল জংলী লোক তাঁকে ঘিরে ফেলল। কিছু বুঝে উঠার আগেই তারা তাকে বন্দী করে নিল। তিনি চিৎকার করে তাঁর সভাসদদের ডাকলেন। কিন্তু গভীর জঙ্গলে কারো সাড়া পেলেন না।

জংলী দলটি বাদশাকে নিয়ে তাদের গোত্রে ফিরে গেল। তাদের দেবতার নামে উৎসর্গ করার জন্য তারা তাঁকে ধরে এনেছে। তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে

পেরে বাদশা অনেক কান্নাকাটি করে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তাতে তাদের হৃদয় নরম হল না। তাদের থেকে নিরাশ হয়ে তিনি আল্লাহ্র নিকট মুক্তির ফরিয়াদ করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

হঠাৎ গোত্রের লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। তারা সকলে পরামর্শ করে তাঁর কাছে আসল এবং তাঁকে ছেড়ে দিল। বাদশা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো? পালিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে হত্যা করবে? তারা বলল, না; আমরা লক্ষ্য করেছি তোমার হাতের একটি আঙুল কাটা রয়েছে। এটি আমাদের দেবতা গ্রহণ করবে না। আমাদের দেবতার জন্য একজন দোষ-ত্রুটিমুক্ত নিখুঁত মানুষ প্রয়োজন।

মুক্তি পেয়ে বাদশা দৌড়ে জেলখানায় চলে গেলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে তার মন্ত্রীর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং বারবার বলতে থাকলেন, 'ইনশাআল্লাহ'-এর মধ্যে কল্যাণ আছে। তিনি মন্ত্রীকে সব ঘটনা খুলে বললেন, কীভাবে কাটা আঙুলের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর প্রাণ বাঁচিয়ে দিলেন।

এরপর বাদশা বললেন, আমি তো বাস্তবে কল্যাণ লাভ করলাম। কিন্তু তোমার জেলে যাওয়ার মধ্যে কী কল্যাণ আছে? তখন মন্ত্রী বললেন, আমি তো সব সময় বনের মধ্যে আপনার সাথে যাই। বাদশা বললেন, হ্যাঁ। মন্ত্রী বললেন, আজও আমি জেলে না থাকলে আপনার সাথে থাকতাম এবং বন্দী হতাম। বাদশা বললেন, হ্যাঁ। তখন জংলী দস্যুরা আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে তাদের দেবতার নামে কুরবানী করত। কারণ আমার কোন শারীরিক ত্রুটি নেই, কোন আঙুলও কাটা নেই।

মানুষের তাক্বদীর নির্ধারণ দেখে বাদশা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং বললেন, এখন আমি বুঝতে পারছি সকল মন্দের পিছনে একটা কল্যাণ থাকে, যা আমরা বুঝতে পারি না।

শিক্ষা :

১. *সকলের তাক্বদীর নির্ধারিত। পৃথিবীর কেউ তা পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে না। তাই কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরম আনন্দ বা চরম ক্ষোভ প্রকাশ শোভনীয় নয়।*

২. *সকলের জন্য আয়ু নির্ধারিত। কেউ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে মৃত্যুবরণ করবে না।*

৩. *সকল মন্দের পিছনে একটা কল্যাণ থাকে। কিন্তু অনেক সময় আমরা তা বুঝতে পারি না।*

কবিতা গুচ্ছ

অহি-র পাল

মুনতাহিম আহসান আদীব
নওদাপাড়া, রাজশাহী

পাল উড়ুক, উড়ুক পাল
অহি-র পাল,
হোক প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা হোক
তাওহীদ নির্ভেজাল।

তাওহীদের পতাকাতলে
মোরা সবে হব একত্রিত
যত সব মিথ্যা-বাতিল
করব দূরিভূত।

তাওহীদ বুকে হক প্রচারে
অগ্রগামী হব মোরা,
তাদের বিরূদ্ধে করব জিহাদ
কাফির মুশরিক যারা।

মিথ্যা-বাতিলের লৌহ কপাট
ভেঙ্গে হবে চুরমার,
হকের দৃপ্ত করাঘাত দ্বারা
হবেই হবে ছারখার।

গড়ব সমাজ, গড়ব রাষ্ট্র
তাওহীদেরই আলোয়,
তাওহীদেরই পতাকা নিয়ে
গড়ব পৃথিবী নিশ্চয়।

এই ফরিয়াদ মোদের
কবুল কর দয়াময়
তাওহীদের উজ্জ্বল পতাকা
উড়ুক বিশ্বময়।

শীত এসেছে

মাহফূয আলী
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তপ্ত হাওয়াকে
ক্ষণিকের বিদায় দিয়ে,
মিষ্টি হাওয়া গায়ে মাখাতে
আবার শীত এসেছে।

বর্ষাকালের কালো মেঘের
বৃষ্টিকে ছুটি দিয়ে,
ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে মাখাতে
আবার শীত এসেছে।

শরতের রঙিন ফুলের সুভাস
ক্ষণিক সময় ভুলে,
শিশির ভেজা স্নিগ্ধ সকাল নিয়ে
আবার শীত এসেছে।

শরতের নীল আকাশে মেঘ
তুলোর মত ভাসে,
শরতের ফুল ঝরিয়ে ফেলে
আবার শীত এসেছে।

হেমন্তে চাষীর ঘরে সোনালি ধান
আনন্দ নিয়ে আসে,
নবান্নের উৎসবকে সাথে নিয়ে
আবার শীত এসেছে।

হেমন্তের শেষে শীতের আগমনে
উত্তুরে হাওয়া আসে,
পিঠা-পায়েস খেজুরের রস নিয়ে
আবার শীত এসেছে।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

● **আল-কুরআন** (সূরা আছর)

১. আছর শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : কাল।

২. সূরা আছর কুরআনের কততম সূরা?

উত্তর : ১০৩তম।

৩. সূরা আছর-এ কতটি আয়াত আছে?

উত্তর : ৩টি।

৪. সূরা আছর-এ কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?

উত্তর : ১৪টি শব্দ ও ৭০টি বর্ণ।

৫. সূরা আছর কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা শারহ-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। অতএব এটি মাক্কী সূরা।

৬. 'চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ব্যতীত সকলে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে' তা আলোচনা করা হয়েছে কোন সূরায়?

উত্তর : সূরা আছরে।

৭. সূরা আছরে যে চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে তা কী কী?

উত্তর : ঈমান, আমল, দাওয়াত ও ছবর।

৮. বিগত যুগে নূহের কওম, 'আদ, ছামূদ, লূত, শু'আয়েব, ফেরাঊন প্রমুখ বিশ্বের সেরা শক্তিশালী সম্প্রদায়গুলো আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়েছে কেন?

উত্তর : অত্র সূরায় বর্ণিত চারটি গুণ তাদের মধ্যে না থাকার কারণে।

১০. পবিত্র কুরআনে কতটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে ও কী কী?

উত্তর : ৪০টি। ২০টি ভূমণ্ডলীয় ও ২০টি নভোমণ্ডলীয়।

৯. উপরোক্ত ৪০টি সৃষ্ট বস্তুর শপথের মধ্যে কুরআনের তারতীব অনুযায়ী সর্বশেষ শপথ কোনটি?

উত্তর : কালের শপথ (সূরা আছর)।

সুন্নাতী জানাযা বনাম প্রচলিত জানাযা

কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ

১ম দৃশ্য : মৃত্যুক্ষণ

মুমূর্ষু ব্যক্তি (রফীক) : (স্টেজে প্রবেশ করে সবাইকে ডাকাডাকি করবে) এবং বলবে, কে আছো আমাকে বাঁচাও! বুক জ্বলে গেল, কষ্ট হচ্ছে...। (অতঃপর স্টেজে পড়ে যাবে)

পুত্র (ফারূক) : (তাড়াহুড়া করে আসার পর বুকে-মাথায় হাত বুলিয়ে কান্নাকাটি করবে) এবং চিৎকার করে বলবে, কে আছো! একটু পানি নিয়ে এসো, শরবত নিয়ে এসো, ফাহীমকে ডাক, বকরকে ডাক। কেউ একটু কুরআন পড়।

ফাহীম ও বকর : দ্রুত কুরআন নিয়ে এসে সূরা ইয়াসীন পড়তে শুরু করবে।

পুত্র (ফারূক) : প্রচলিত কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বারবার পড়াতে থাকবে।

খালেদ (সোনামণি) : (স্টেজে প্রবেশ করে আশ্চর্যের সাথে বলবে) কী করছ তোমরা? এটা তো সুন্নাতী পদ্ধতি নয়! কুরআন পড়া বন্ধ কর। কেননা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ 'তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তালক্বীন দাও *(মুসলিম হা/৯১৬)*। অতঃপর সে কালেমার তালক্বীন দিবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

মুমূর্ষু ব্যক্তি (রফীক) : কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে মারা যাবে।

খালেদ (সোনামণি) : (মায়া নিয়ে বলবে) ভাই ফারূক, তোমরা তাড়াতাড়ি গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা কর।

কনিষ্ঠ পুত্র (হোসাইন) : (হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে স্টেজে প্রবেশ করে বলবে) তোমরা আমার মৃত পিতার জন্য ঈছালে ছওয়াবের ব্যবস্থা কর! যাও দ্রুত হিফযখানার হুযূরকে ডেকে নিয়ে এসো।

(হাফেয ছাহেব তার ছাত্রদের নিয়ে প্রবেশ করবেন এবং কুরআন থেকে সূরা ইয়াসীন ও অন্যান্য সূরা তেলাওয়াত করতে থাকবেন)

হাসান (সোনামণি) : (স্টেজে প্রবেশ করে আশ্চর্যের সাথে বলবে) কী করছেন আপনারা? মাইয়েতের পাশে কুরআন তেলাওয়াতের কোন বিধান নেই। এখানে পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠের হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬২২)*। সুতরাং কুরআন পড়া বন্ধ করুন। বরং তাড়াতাড়ি গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করুন।

(অতঃপর গোসলের জন্য মাইয়েতকে নামিয়ে নিয়ে চলে যাবে)...

২য় দৃশ্য : গোসল ও কাফন

(৪ জন স্টেজে মাইয়্যেতকে গোসলের জন্য পর্দা ঘিরে পরিবেশ তৈরি করবে)

জাহিদ (গোসলদানকারী) : মিসওয়াক, ঢিলা ও নেইলকাটার আনার আদেশ দিবে।

খালেদ (সোনামণি) : (বাহির থেকে প্রবেশ করবে) এসব কী করবেন?

জাহিদ (গোসলদানকারী) : মিসওয়াক করাব। ঢিলা দিয়ে কুলূখ করাব এবং নখ কাটব।

খালেদ (সোনামণি) : কোন মুসলিম মাইয়েতের জন্য এগুলো করা শরী'আতসম্মত নয়। বরং গোসলের সঠিক পদ্ধতি হল- 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত করবেন। ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা ন্যাকড়া রাখবেন। পূর্ণ পর্দার সাথে মাইয়েতের দেহ থেকে পরনের কাপড় খুলে নেবেন। তিনবার বা তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢালবেন। গোসল শেষে কর্পূর বা কোন সুগন্ধি লাগাবেন। মাইয়েত মহিলা হ'লে চুল খুলে দেবেন। অতঃপর বেণী করে তিনটি ভাগে পিছন দিকে ছড়িয়ে দেবেন।

জাহিদ (গোসলদানকারী) : গোসল শেষ করে কাফনের কাপড় নিয়ে ডাকবে।

কনিষ্ঠ পুত্র (হোসাইন) : (৫টি কাফন নিয়ে প্রবেশ করবে)

জাহিদ (গোসলদানকারী) : (কাফন হাতে নিয়ে বলবে) কাপড় ৫টি কেন? মহিলাদের জন্য ৫টি দিতে হয়। পুরুষের ৩টি।

খালেদ (সোনামণি) : পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিতে হয়। একটি মাথা হ'তে পা ঢাকার মত বড় চাদর, একটি পরনের কাপড় অর্থাৎ তহবন্দ বা লুঙ্গী ও একটি ক্বামীছ বা জামা।

(কাফন শেষে মাইয়েতকে জানাযার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবে)

৩য় দৃশ্য : জানাযার ছালাত

(মাইয়েতকে নিয়ে ছালাতের জন্য সকলে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন)

যায়েদ (হাফেয ছাহেব) : (জানাযার বিদ'আতী পদ্ধতি বর্ণনা করে নিয়ত পড়াবেন) বলবেন, জানাযার ছালাত ফরযে কেফায়া। চার তাকবীরে পড়তে হয়। প্রথমে জানাযার নিয়ত পড়বেন। অতঃপর সরবে 'আল্লাহু আকবর' বলে দু'হাত কানের লতিতে ঠেকিয়ে নাভির নীচে বাঁধবেন। অতঃপর 'ছানা' পড়বেন। তারপর ২য় তাকবীর দিবেন ও দরূদে ইব্রাহীমী পাঠ করবেন। তারপর ৩য় তাকবীর দিয়ে জানাযার দো'আ পড়বেন। দো'আ পাঠ শেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবেন।

আমরা সবাই নিয়ত পড়ি

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالَى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ صَلَوةَ الْجَنَازَةِ فَرْضَ الْكِفَايَةِ وَالثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالَى وَالصَّلَوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِهَذَا الْمَيِّتِ اِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اللّٰهُ اَكْبَرُ-

(সকলে ইমামের সাথে সরবে নিয়ত পড়বে)

মা'রূফ (সোনামণি) : হাফেয ছাহেব একটু দাঁড়ান। আমরা তো মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারের ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)- বইয়ের জানাযার অধ্যায় পড়েছি। সেখানে তো এসব নেই।

যায়েদ (হাফেয ছাহেব) : (রেগে) আমি আজীবন এভাবেই পড়ে আসছি। কত শত মানুষের জানাযা পড়ালাম, কই কেউ তো কোন দিন ভুল ধরার সাহস পায়নি। আর আজ তুমি এতটুকু ছেলে হয়ে আমার ভুল ধরছ!... তুমি পড়াও নামায। আমি গেলাম...

মা'রূফ (সোনামণি) : (মায়া ভরা কণ্ঠে উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে) দেখুন, আমি চাইনি যে, তিনি এভাবে চলে যান। কিন্তু মাইয়েতের শেষ বিদায় যদি

আমরা সঠিক পদ্ধতিতে দিতে না পারি তবে এর চাইতে আর দুঃখের বিষয় কি হতে পারে? তাছাড়া আমাদের কেউ তো সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত পড়তে হবে। সঠিক পদ্ধতি হল- জানাযার ছালাতে চার তাকবীর দিবেন। মুক্তাদী ইমামের পিছে পিছে তাকবীর বলবেন। প্রথমে মনে মনে জানাযার নিয়ত করবেন। নিয়ত মুখে উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। মুখে নিয়ত পাঠের প্রচলিত নিয়মটি নতুন সৃষ্টি। এ সম্পর্কে কোন হাদীছ নেই। তাই এটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবেন। এ সময় 'ছানা' পড়বেন না। নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীছ সর্বসম্মতভাবে 'যঈফ'। প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতে হবে। অতঃপর আ'ঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। তারপর ২য় তাকবীর দিয়ে দরূদে ইব্রাহীমী পাঠ করবেন। তারপর ৩য় তাকবীর দিয়ে নিম্নোক্ত দো'আ সমূহ পড়বেন। অতঃপর ৪র্থ তাকবীর দিয়ে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে সালাম ফিরাবেন।

পুত্র (ফারূক) : (কান্নাজড়িত কণ্ঠে) তাহলে সোনামণি তুমিই আমার পিতার জানাযার ছালাত পড়াও। আমরা সঠিক নিয়মে জানাযা পড়তে চাই।

(অতঃপর হাসান ইমামতি করে ছালাত পড়িয়ে দিবে)

[চলবে]

সোনামণি প্রতিভার নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন!

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে 'সোনামণি প্রতিভা'। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। চলতি বছরে কাগজের মূল্য, ডাক খরচ ও আনুসঙ্গিক খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে স্বল্প মূল্যে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সেকারণ রাসূল (ছা.)-এর আদর্শের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত রাখতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ওয়াসসালাম। *-সম্পাদক*।

সহযোগিতা করতে যোগাযোগ করুন- সহকারী সম্পাদক (০১৭৯৭-৯০৩৪৮০)

বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৪

আল্লাহ বলেন, ‘প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু লোককে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেন এবং কিছু লোকের উপর পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেল। অতএব তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কিরূপ হয়েছে’ *(নাহল ১৬/৩৬)*। নবী-রাসূলগণ ছিলেন মর্যাদাবান ও সৎকর্মশীল। প্রায় পাঁচ হাযার নবীর বাসস্থান ও কর্মস্থল ফিলিস্তীনের আল-কুদস নগরী এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছা.)-এর স্মৃতিধন্য সঊদী আরবের মদীনা নগরী নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে **‘সোনামণি’**-এর ২০২৪ সালের বার্ষিক ক্যালেন্ডার।

১. আল-কুদস নগরী, ফিলিস্তীন

ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-সহ প্রায় পাঁচ হাযার নবী বসবাস করেছেন ফিলিস্তীনের আল-কুদস নগরীতে। যাকে আমরা অধিকাংশই জেরুসালেম নামে চিনি। এখানে অবস্থিত মুসলামানদের প্রথম ক্বিবলা, রাসূল (ছা.)-এর মেরাজ গমনের স্থান বায়তুল আক্বছা, যা মুসলমানদের তিনটি পবিত্রতম মসজিদের একটি। রাসূল (ছা.) বলেছেন, ‘তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (ছাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না; মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আক্বছা’ *(বুখারী হা/১১৮৯)*।

মুসলমানদের এই পবিত্র ভূমি বর্তমানে দখলদার ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের অধীনে। সেখানকার মুসলমানরা বন্দী জীবন যাপন করছে। খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ সংযোগ, চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত হাযার হাযার বাসিন্দা রয়েছে মৃত্যু ঝুঁকিতে। গত এক মাসে মৃত্যুবরণ করেছে নারী ও শিশুসহ ১১ হাযারের বেশি মানুষ। আল্লাহ তাদের সহায় হৌন-আমীন!

২. মদীনা নগরী, সঊদী আরব

পশ্চিম সঊদী আরবের হেজাজ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শহর মদীনা। ইসলাম পূর্ব যুগে যার নাম ছিল ইয়াছরিব। রাসূলুল্লাহ (ছা.) নবুঅত প্রাপ্তির ১৩তম বর্ষে মক্কার কাফেরদের নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মাত্রা বেড়ে গেলে হিজরত করে এই শহরে আসেন। ফলে ইয়াছরিবের নাম রাখা হয় 'মদীনাতুন্নবী' বা নবীর শহর। যা সংক্ষেপে মদীনা নামে পরিচিতি লাভ করে।

হিজরতের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের শেষ ১০ বছর রাসূল (ছা.) মদীনাতেই বসবাস করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে এখানেই দাফন করা হয়। অতঃপর চার খলীফা আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), ওছমান (রা.) ও আলী (রা.)-এর শাসনামলেও মদীনা ইসলামী খেলাফতের রাজধানী ছিল। অতঃপর উমাইয়া শাসনামলে রাজধানী দামেশকে স্থানান্তর করা হলেও মদীনা সর্বদা নবীর শহর হিসাবে সম্মানিত হয়েছে এবং এ সম্মান ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে। কেননা রাসূল (ছা.) এর জন্য বরকতের দো'আ করেছেন। আনাস ইবনু মালেক (রা.) হতে বর্ণিত,

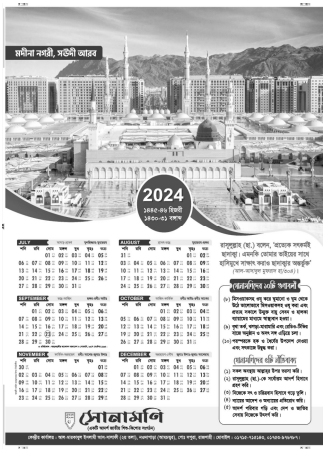

রাসূলুল্লাহ (ছা.) দো'আ করেছেন, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ 'হে আল্লাহ! আপনি মক্কায় যে বরকত দিয়েছেন মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান করুন' *(বুখারী হা/১৮৮৫)*। ক্বিয়ামতের পূর্বে ঈমান মদীনায় এসে একত্রিত হবে। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'ঈমান মদীনা অভিমুখী হবে এবং মদীনাতে অবশিষ্ট থাকবে। আর মুসলমানগণ মদীনার উদ্দেশ্যে বের হবে এবং মদীনামুখী হবে। তাদেরকে তাদের ঈমান ও এ বরকতময় যমীনের প্রতি ভালোবাসা এ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে' *(মুসলিম হা/১৪৭)*। মদীনায় ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহের মধ্যে মসজিদে নববী, মসজিদে ক্বোবা, রাসূল (ছা.)-এর কবর, বাকী কবরস্থান, বদর, ওহোদ প্রান্তর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৩

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের সভাপতিত্বে '২১তম বার্ষিক সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২৩' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ, সাবেক উপ-প্রধান চিকিৎসক ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন এবং চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাসান আব্দুল্লাহ ও 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আজকের সোনামণি আগামী দিনে জাতির কর্ণধার। তারা আগামী দিনে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির পরিচালক হবে। মনে রাখতে হবে ছোটকালের শিক্ষা পাথরে খোদাই করে রাখার মত স্থায়ী হয়। তিনি বলেন, আমাদের দায়িত্ব আদর্শ অভিভাবক হওয়া। তবেই সোনামণিরা আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। তিনি সম্মেলনের অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' আল-'আওন' ও 'পেশাজীবী ফোরাম-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনের অন্যতম বিশেষ অতিথি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ তরুণ হাসানকে তার নাম পরিবর্তন করে 'হাসান আব্দুল্লাহ' রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। এতে তিনি

আনন্দিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার নাম পরিবর্তন করে হাসান আব্দুল্লাহ বলে নিজেই ঘোষণা দেন। এভাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হাতে শিরক-বিদ'আতসহ দেশের সার্বিক সংস্কার সাধিত হচ্ছে যা উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, সুধীমণ্ডলী, শ্রোতামণ্ডলী ও বিজ্ঞমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান এবং সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পরিষদকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। যেলা পরিচালকদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী পশ্চিম-সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান ও সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি', 'আল-'আওন' ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং ১৭টি যেলার নির্বাচিত সোনামণি প্রতিযোগী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সুধী ও সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (মেহেরপুর) এবং জাগরণী পরিবেশন করে খায়রুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও আরীফুল ইসলাম আরাফাত (বগুড়া)। সম্মেলনে নওদাপাড়া 'মারকায এলাকা'র 'সোনামণি' সদস্যরা 'সুন্নাতী জানাযা বনাম প্রচলিত জানাযা' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ শিক্ষণীয় 'সংলাপ' পরিবেশন করে। অতঃপর 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১৬৯ জন বালক ও ১০৯ জন বালিকা, মোট ২৭৮ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী মোট ৩৬ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। বালকদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা মারকাযের বালক শাখায়

এবং বালিকাদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা মারকাযের বালিকা শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হল।-

গ্রুপ-ক : ১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন (সূরা ফাতিহা, ইখলাছ, তাকাছুর, মা'ঊন, আছর ও আলাক্ব-এর প্রথম ৮ আয়াত)। বালক : ১ম : আব্দুল্লাহ যারীফ (রাজশাহী), ২য় : আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া), ৩য় : মিশকাত (কুমিল্লা)। বালিকা : ১ম : মারিয়াম আখতার (গাযীপুর), ২য় : মাছরূফা (নাটোর), ৩য় : উম্মে হানী (গাইবান্ধা)। **২. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ) : বালক : ১ম : আবির হোসাইন (কুমিল্লা), ২য় : মুহাম্মাদ সামি (কুমিল্লা), ৩য় : মুহাম্মাদ আলী আহসান মুজাহিদ (বগুড়া)। বালিকা : ১ম : উম্মে আতিয়া (বগুড়া), ২য় : সিদরাতুল মুনতাহা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ৩য় : মনিকা আখতার (কুমিল্লা)। **৩. সাধারণ জ্ঞান :** বালক : ১ম : মুবাশশির আল-মুবীন (নওগাঁ), ২য় : রাফসান আলী (গাইবান্ধা), ৩য় : ছালাহুদ্দীন (বগুড়া)। বালিকা : ১ম : ফাতেমা খাতুন (নওগাঁ), ২য় : ইসরাত জাহান (বগুড়া), ৩য় : মাহদিয়া তাসনীম (রাজশাহী)।

গ্রুপ-খ : ৪. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা ছফ এবং কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)। বালক : ১ম : মুহাম্মাদ জুবায়ের (কুমিল্লা), ২য় : মাসঊদ মিয়া (কুমিল্লা), ৩য় : রিয়াদ আলম (রাজশাহী)। বালিকা : ১ম : নওরীন তাবাস্সুম (রংপুর), ২য় : মুনীফা তাসনীম (রাজশাহী), ৩য় : সাদিয়া আখতার (বগুড়া)। **৫. সোনামণি জাগরণী :** বালক : ১ম : মুহাম্মাদ ছিয়াম (বগুড়া), ২য় : খায়রুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম (বগুড়া)। বালিকা : ১ম : মুসাম্মাৎ সা'দিয়া (বগুড়া), ২য় : মনিকা আক্তার (বগুড়া), ৩য় : যাকিয়া সুলতানা (দিনাজপুর)। **৬. সাধারণ জ্ঞান :** বালক : ১ম : তানভীর মাহতাব (ময়মনসিংহ), ২য় : ছিফাত (বগুড়া), ৩য় : সাইফুল ইসলাম (কুমিল্লা)। বালিকা : ১ম : সামিয়া সুলতানা (বগুড়া), ২য় : রিয়া মনি (কুমিল্লা), ৩য় : সুমাইয়া আখতার (কুমিল্লা)।

'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন : আগের দিন ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব দারুল ইমারতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে আমেলা বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আমেলা সদস্যগণের সাথে পরামর্শক্রমে ২০২৩-২০২৫ সেশনের জন্য 'সোনামণি'র নিম্নোক্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও পরিচালনা পরিষদ মনোনয়ন দেন।

২০২৩-২৫ সেশনের সোনামণি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ

ক্র.	দায়িত্ব	নাম	যেলা
১	প্রধান উপদেষ্টা	মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান	খুলনা
২	উপদেষ্টা	ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	রাজশাহী
৩	উপদেষ্টা	ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	রাজশাহী
৪	উপদেষ্টা	আব্দুর রশীদ আখতার	কুষ্টিয়া
৫	উপদেষ্টা	ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ	বগুড়া

২০২৩-২৫ সেশনের সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ

ক্র.	দায়িত্ব	নাম	যেলা
১	পরিচালক	রবীউল ইসলাম	নওগাঁ
২	সহ-পরিচালক-১	নাজমুন নাঈম	সাতক্ষীরা
৩	সহ-পরিচালক-২	হাফেয মুঈনুল ইসলাম	রাজশাহী
৪	সহ-পরিচালক-৩	আবু রায়হান	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
৫	সহ-পরিচালক-৪	মুফীযুল ইসলাম	খুলনা
৬	সহ-পরিচালক-৫	আবু তাহের মেছবাহ	নওগাঁ
৭	সহ-পরিচালক-৬	মাহফূয আলী	চাঁপাই নবাবগঞ্জ

যেলা পুনর্গঠন

'সোনামণি'র' ২০২৩-২৫ সেশনের জন্য যেলাসমূহের কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন যেলা সফর করেন। পুনর্গঠিত যেলা সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে উল্লেখ করা হল।-

যেলার নাম ও গঠনের তারিখ	পরিচালক	সহ-পরিচালকবৃন্দ
নওগাঁ	জাহাঙ্গীর আলম	১. মীযানুর রহমান ২. দিদারুল ইসলাম ৩. মামূনুর রশীদ ৪. মি'রাজুল ইসলাম
দিনাজপুর-পশ্চিম	ওছমান গণী	১. জিহাদ ইসলাম ২. ফরহাদুল ইসলাম ৩. হাফেয আলমগীর ৪. আবু তাহের
দিনাজপুর-পূর্ব	আবু তাহের মেছবাহ	১. আব্দুছ ছামাদ ২. মেহরাব আলী ৩. আযীযুর রহমান ৪. মনযূরুল হক

রাজশাহী-সদর	ইমরুল কায়েস	১. নাজমুল হক ২. আবু জাহিদ ৩. আল-আমীন ৪. মাহফূয আলম ৫. আব্দুল হাসীব
রাজশাহী-পশ্চিম	মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	১. আবু বকর ছিদ্দীক ২. ইমাম হোসাইন ৩. ইখলাছুর রহমান ৪. তারেক রায়হান ৫. জুবায়ের হোসাইন ৬. মুস্তাফীযুর রহমান
রাজশাহী-মারকায	আজমাঈন আদীব	১. আবুল কালাম ২. ফায়ছাল আহমাদ ৩. আল-আমীন ৪. আবু আতাহার শিহাব ৫. মিনহাজুল ইসলাম
নাটোর	মুহাম্মাদ রাসেল	১. আব্দুল আউয়াল ২. আব্দুল হাই ৩. আম্মার ৪. তারেকুয্যামান
পাবনা	মুহাম্মাদ সাব্বীর রহমান	১. আল-আমীন ২. রনি শেখ ৩. কাউছার মাহমূদ ৪. আল-আমীন
মেহেরপুর	মাহফূযুর রহমান সোহেল	১. রাকীবুল ইসলাম ২. রোকনুয্যামান ৩. রায়হান কবীর ৪. রেযা নূর রহমান ৫. লাইস আহমাদ ৬. আরাফাত হোসাইন
জামালপুর-উত্তর	হাফেয হাবীবুল্লাহ	১. জুবাইদুর রহমান ২. ছানাউল্লাহ ৩. আব্দুন নূর ৪. হাফীযুর রহমান
খুলনা	মুফীযুল ইসলাম	১. তাওহীদুল ইসলাম ২. মুহাম্মাদ ইয়াসীন ৩. মুহাম্মাদ হারূণ ৪. মনযূরুল ইসলাম
ঠাকুরগাঁও	আমজাদ হোসাইন	১. ইব্রাহীম হোসাইন ২. কামাল হোসাইন ৩. ছমীরুদ্দীন ৪. তোযাম্মেল হক

উক্ত কমিটি গঠন উপলক্ষে যেলাসমূহে সফরকারী দায়িত্বশীলদের মধ্যে ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, পরিচালক রবীউল ইসলাম, সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম, মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম, আবু রায়হান, মুফীযুল ইসলাম, আবু তাহের মেছবাহ ও মাহফূয আলী।

হ্যান্ড-ফুট-মাউথ

অধ্যাপক আবিদ হোসেন মোল্লা
বিভাগীয় প্রধান, শিশুরোগ বিভাগ, বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা

হ্যান্ড-ফুট-মাউথ শব্দগুলো পরিচিত হলেও রোগ হিসাবে আমাদের খুব পরিচিত নয়। সম্প্রতি রোগটি নিয়ে শিশুদের অভিভাবক ও চিকিৎসকদের মাঝে উদ্বেগ বাড়ছে। এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। রোগটি সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়। তবে এতে ভয়ের কোন কারণ নেই।

হ্যান্ড-ফুট-মাউথ রোগে আক্রান্ত শিশুদের হাত, পা ও মুখসহ শরীরের নানা জায়গায় পানি ভর্তি ফোসকা জাতীয় ক্ষত সৃষ্টি হয়। সেকারণে এটির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। ফোসকাগুলো দেখতে অনেকটা জলবসন্তের মতো হলেও এটা জলবসন্ত নয়। এছাড়া মুখের ভেতরে ঘা, কিছু খেতে না পারা, মুখ দিয়ে ক্রমাগত লালা পড়া, অল্প জ্বর ইত্যাদি এ রোগের প্রধান লক্ষণ।

কক্সেকি নামের এক ধরনের ভাইরাসের কারণে মূলত এ রোগ হয়। এতে আক্রান্ত শিশুর নাকের পানি, লালা, হাঁচি-কাশি ও পায়খানার মাধ্যমে অন্যরা সংক্রমিত হতে পারে। এ ছাড়া আক্রান্ত শিশুর ব্যবহৃত খেলনা বা অন্যান্য আসবাবের মাধ্যমেও অন্যরা আক্রান্ত হতে পারে। ভাইরাসটি শিশুর শরীরে প্রবেশের চার থেকে ছয় দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা যায়। তেমন কোনো মারাত্মক জটিলতা না থাকলেও মুখে ও গলায় ব্যথা, খেতে না পারার কারণে কখনো কখনো শিশুর শরীরে পানির ঘাটতি হতে পারে। খুবই কম হলেও কখনো কখনো এই ভাইরাস মস্তিষ্কে সংক্রমণ করতে পারে। এ ছাড়া অনেক সময় হাত বা পায়ের আঙুলের নখও পড়ে যেতে পারে। তবে অল্প দিনের মধ্যে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

চিকিৎসা

১. হ্যান্ড-ফুট-মাউথ রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসা নেই বা তার দরকারও নেই। সাধারণত ৭-১০ দিনের মধ্যে এমনিতেই ভালো হয়ে যায়।

২. স্বাভাবিক পরিচর্যা, খাবার, বিশেষ করে পানি বা পানীয় পর্যাপ্ত দিতে হবে। যাতে প্রস্রাব ঠিকমতো হয়।

৩. ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার, বিশেষ করে ফলের রস খাওয়াতে হবে।

৪. জ্বর থাকলে নির্দিষ্ট মাত্রার প্যারাসিটামল দেওয়া যাবে। কোন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিভাইরাল বা অ্যান্টিফাঙ্গাল দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৫. অবস্থা জটিল হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মেছবাহ, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ,
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রিয় সোনামণিরা! গত সংখ্যায় আমরা কর্তা বা اِسْمُ الْفَاعِل তৈরি করার পদ্ধতি জেনেছি। এ সংখ্যায় আমরা কর্ম বা اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ তৈরির পদ্ধতি জানব। ইংরেজীতে একে Object বলে। আরবীতে اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ তৈরির জন্য কয়েকটি নিয়ম আছে। তবে সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি হল তিন অক্ষর বিশিষ্ট فِعْلٌ থেকে مَفْعُوْلٌ এর ওযনে اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ গঠিত হবে। যেমন-

فِعْلٌ	اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ	فِعْلٌ	اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ
نَصَرَ (সাহায্য করল)	مَنْصُوْرٌ (সাহায্যকৃত)	ضَرَبَ (প্রহার করল)	مَضْرُوْبٌ (প্রহৃত)
سَمِعَ (শ্রবণ করল)	مَسْمُوْعٌ (শ্রুত)	كَتَبَ (সে লিখল)	مَكْتُوْبٌ (লিখিত)

বাংলায় ক্রিয়ার মূল শব্দের সাথে ইত, কৃত, প্রাপ্ত ইত্যাদি শব্দ যোগ করে কর্মবাচক বিশেষণ তৈরি করা হয়। তবে এগুলো নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং শব্দভেদে বিভিন্ন রূপে কর্ম গঠিত হয়। যেমন-

মূল শব্দ	কর্মবাচক বিশেষণ	মূল শব্দ	কর্মবাচক বিশেষণ
সাহায্য	সাহায্যকৃত	গ্রহণ	গৃহীত
সুবাস	সুবাসিত	পরিত্যাগ	পরিত্যাজ্য
লেখা	লিখিত	শ্রবণ	শ্রুত

ইংরেজীতে Subject তৈরির জন্য সাধারণত Verb শেষে D, ED যোগ করতে হয়। কখনো কখনো ব্যতিক্রম হয়। এগুলো সাধারণত Adjective হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন

Verb	Object	Verb	Object
Accept (গ্রহণ করা)	Accepted (গৃহীত)	Make (প্রস্তুত করা)	Made (প্রস্তুতকৃত)
Reject (প্রত্যাখ্যান করা)	Rejected (প্রত্যাখ্যাত)	Count (গণনা করা)	Counted (গণনাকৃত)

সফরের আদব

১. সফরে বের হলে সফরের দো'আগুলো পাঠ করা।

২. দৃষ্টি নত রাখা এবং সময়মত ছালাত আদায় করা।

৩. অবসরে যিকির-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল করা। উঁচু স্থানে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' ও নীচু স্থানে নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলা।

৪. কয়েকজন মিলে সফরে বের হলে একজনকে নেতা নির্বাচন করা এবং সবাইকে সহযোগিতা করা।

৫. কাউকে সাথী হিসাবে নেয়া এবং একাকী সফর না করা। বিশেষত নারীদের জন্য মাহরাম ছাড়া দূরে সফর করা উচিত নয়।

৬. সফর থেকে ফিরে বাড়িতে ঢোকার পূর্বে নিকটবর্তী মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা।

৭. সফর শেষে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে দো'আ পাঠ করা।

ক্লুইজ

১. রাসূল (ছা.) কত নববী বর্ষে ইয়াছরিবে হিজরত করেন?

উঃ.....

২. আনাস (রা.)-এর ভাইয়ের নাম কী ছিল?

উঃ.....

৩. কখন শিশুর মাথায় যাফরান মাখিয়ে দেওয়া হয়?

উঃ.....

৪. ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.) সহ প্রায় পাঁচ হাযার নবী কোথায় বসবাস করেছেন?

উঃ.....

৫. প্রকৃত বীর কে?

উঃ.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১০ই ডিসেম্বর ২০২৩।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) তার ফলমূল। (২) যার বায়তুল্লায় যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে। (৩) কয়েক প্রজাতির এডিস মশকী (স্ত্রী মশা)। (৪) পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাযার প্রজাতির মশা ও ৩০০টির বেশি ডিম দেয়। (৫) خَلِيْلٌ، حَبِيْبٌ، رَفِيْقٌ، صَدِيْقٌ

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : ফারজিয়া খাতুন, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : আসিয়া আখতার, ৩য় শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : সামিয়া আখতার, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭০৯-৭৯৬৪২৪

নাম:.....
প্রতিষ্ঠান:.....
.....**শ্রেণী:**.....
ঠিকানা:.....
.....
মোবাইল:.....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

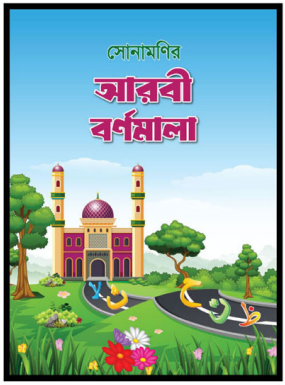

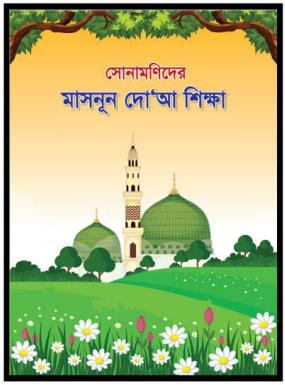

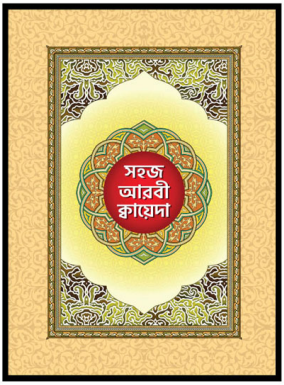

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫৮২৩৪১১, www.hadeethfoundationbd.com

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা) নওদাপাড়া (আম চত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস :
০১৭১৫-৭১৫১৪৩

অর্ডার করুন

০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
(বিকাশ)

বই দু'টিতে অতি সহজ-সাবলীল ভাষায় ইসলামী আক্বীদা, আমল ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, যা সোনামণিদের বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৪

পুরস্কার
- ১ম পুরস্কার ১২,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার ৯,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার ৭,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি) ১,০০০/- (সনদসহ)

সকলের জন্য উন্মুক্ত
(২০২৩ সালের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)

নির্বাচিত বই
তরজমাতুল কুরআন
(১-১৫ পারা পর্যন্ত)
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১৬ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০-টা

পরীক্ষার ফী ১০০ টাকা
বিকাশ নম্বর : ০১৭৭৫-৬০৬১২৩
প্রশ্নপদ্ধতি এম সি কিউ (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা
প্রতিযোগিতার স্থান অনলাইন : exam.hfeb.net
অংশগ্রহণের আবেদন লিংক: cutt.ly/QwQDVCsK
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬ ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহর পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :
- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সন্নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ
- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু আছে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট নওদাপাড়া (আম চত্বর)। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ' *(বুখারী হা/৫৬৮৭)*।

২০০ মি.লি
মূল্য : ৬০০ টাকা

খাটি মধু ও কালোজিরার তেল

অর্ডার করুন
০১৭৪০-৯৯৯৩২৮

প্রস্তুতকারক : লাবীব বিন হাফেয আব্দুল কাহ্হার
গাছবাড়ী উত্তর পাড়া, পোঃ রঘুনাথপুর, কালিয়াকৈর, গাযীপুর